

মুক্তমন ও মুক্তমনা - ২

প্রদীপ দেব

১. নামে কি কিছুই এসে যায় না?

নতুন কোন তত্ত্ব বা বস্তু আবিষ্কার করতে পদার্থবিজ্ঞানীদের নাকি যত ঝামেলা পোহাতে হয়, তার চেয়ে বেশি ঝামেলা তাঁদের পোহাতে হয় সে তত্ত্ব বা বস্তুর নামকরণ করতে গিয়ে। পরমাণু আবিষ্কার করে তাঁরা ভেবেছিলেন - এটাকে যেহেতু আর ভাঙা যায় না - এর নাম দেয়া যাক এটম। এটম মানে হলো অবিভাজ্য। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেলো এটম ভেঙে নিউক্লিয়াস বেরোল, ইলেকট্রন, নিউট্রন, প্রোটন বেরোল। এবার নামকরণের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা হলো। শেষে দেখা গেলো প্রোটন বা নিউট্রনকে ভেঙে যখন আরো প্রাথমিক কণার সন্ধান পাওয়া গেলো - মারি গ্যালম্যান তাদের নাম দিলেন - কোয়ার্ক। কোয়ার্ক শব্দের আক্ষরিক কোন অর্থ নেই। শুরুতে কোয়ার্কের বদলে এর নাম যদি হিংহিং রাখা হতো - তাহলে কোয়ার্ক বলতে এখন যা বুঝি হিংহিং বলতে তা-ই বুঝতাম। কিন্তু এখন আর কোয়ার্ককে অন্য কোন নামে ডাকার সুযোগ নেই। সেরকম (আমি দুগুণিত অভিজিৎ) অভিজিৎকেও অভিজৎ বা অভিজৎ নামে ডাকার সুযোগ নেই। অভিজিৎকে কোয়ার্কের সাথে তুলনা করলাম কেন? কারণ আমি মনে করি অভিজিৎ তাঁর চেতনায় মৌলিক।

নাম প্রসঙ্গে আরো একটু। ২০০২ সালে আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির কল্যাণে প্রথমবার আমেরিকা যাবার সময় আমার অস্ট্রেলিয়ান প্রফেসর খুব করে ট্রেনিং দিলেন আমাকে - “নিউক্লিয়ার” শব্দটি কিন্তু উচ্চারণ করবে না। ইমিগ্রেশনে কী করো জিজ্ঞাসা করলে বলবে কোয়ান্টাম ফিজিক্স বা থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স। ওরা নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের কিছুই জানেনা, কিন্তু নিউক্লিয়ার শব্দটির প্রতি তাদের ভীষণ ভয় বা এলার্জি। নিউক্লিয়াস নিয়ে কাজ করো কোন অসুবিধা নেই - কিন্তু নিউক্লিয়াসের নাম নিলেই বিপদে পড়বে। ব্যাপারটি সত্যি। সেরকম অহরহ ঘটছে আমাদের চারপাশে প্রতিদিন। বাংলাদেশের সকল দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য চলে যাবে, সবার পেটে ভাত থাকবে, পরনের কাপড় থাকবে, সবার জন্য থাকবে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার সুযোগ - এসবই বেশির ভাগ মানুষই দেখে। কিন্তু যখনি বলা হবে - যে ব্যবস্থায় এ অধিকার নিশ্চিত করা যায় - তা হলো সাম্যবাদ বা কমিউনিজম - তখনি আত্মকে ওঠে মানুষ। কারণ? কারণ ওই নাম - কমিউনিজম শব্দটিতেই আপত্তি। তাই যে কোন কাজে আমাদের একটি অর্থবহ নাম দরকার যে নামে আমাদের চেতনার প্রতিফলন থাকবে আবার খুব বেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও থাকবে না। আমি জানি, মুক্তমনার কেউ তাঁদের ছেলেমেয়ের নাম গোলাম আযম রাখবেন না। ওই নামে বিশ্বাস নেই বলেই রাখবেন না।

২. কাজের কথা

অভিজিৎ রায় লিখেছেন - “মাঝে মাঝেই মনে হয় বেগার খাটছি, এ যেন নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মত। মাঝে মাঝে সত্যিই মনে হয় - কী দরকার, বন্ধ করে দিই সবকিছু”। অভিজিৎ ঠিকই জানেন যে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে কটা সত্যিকারের মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে তারজন্য কিছু বেগার খাটা লোকই দায়ী। মহান সব শিল্পীরা - সবাই বেগার খাটার দলে। গ্যালিলিওকে কেউ নিয়োগ করেননি পৃথিবী ঘোরে কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। ব্যাংকে চাকরি করে খুব কি অসুখে ছিলেন প্রবীর ঘোষ?

কেন শুরু করলেন বেগার যুক্তিবাদী আন্দোলন? অভিজিৎ এবং তাঁর সহযোদ্ধারা বেশ ভালো করেই জানেন এসব। তারপরও বলছি শুধু বোঝাতে যে - ভয় নেই বন্ধু, আমরাও আছি সাথে।

মুক্তমনায় অনেক কাজ। আমি হয়তো সেসব সাংগঠনিক কাজের কিছুই জানি না। কিন্তু নিজেকে জানি কিছুটা। তাতে মনে হচ্ছে আমি কিছুটা সময় বের করতে পারবো - মুক্তমনার জন্য। সুযোগ পেলে আমিও হয়তো কিছু করতে পারি - দেখে দিতে পারি কিছু প্রফ, করতে পারি কিছু গোছানোর কাজ। আর শিখিয়ে দিলে শিখতেও পারি যে কোন নাজানা কাজ।

৩. কমনওয়েলথ গেমস ও দুই বাঙালির কৃতিত্ব

২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবসে মেলবোর্নে শেষ হলো কমনওয়েলথ গেমস। টিভিতে সরাসরি দেখলাম সমাপনী অনুষ্ঠান। চমৎকার অনুষ্ঠান করলেন ভারতীয়রা। ঐশ্বরীয়া রায়, রাণী মুখার্জির নাচ শেষ হয়ে এবিসি (অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন) নিউজ শুরু হবার একটু পরেই পরিবেশিত হলো খবরটি। বাংলাদেশের শুটার তৌফিকুর রহমান কমনওয়েলথ গেমসএ বিদায়কালীন আলিঙ্গন করার ছলে একজন ২০ বছর বয়সী মহিলা স্বেচ্ছাসেবকের স্তন নিপীড়ন করেছেন। মেলবোর্নের আদালতে তৌফিকুর রহমান দোষী প্রমাণিত হয়েছেন এবং এক হাজার ডলার জরিমানা দিয়েছেন। চল্লিশ বছর বয়সী তৌফিকুর রহমান নাকি ভেবেছিলেন অস্ট্রেলিয়ায় ইচ্ছে করলেই মেয়েদের স্তনে হাত দেয়া যায়। পরদিন দি এজ সহ অনেকগুলো পেপারেই এ খবর বেরিয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ

<http://www.theage.com.au/National/Bangladesh-shooter-sorry-for-assault/2006/03/27>

বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন তৌফিকুর রহমান!! আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে তৌফিকুর রহমানের নৈতিক স্থলন কি মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় ঘটেছে? তা হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছু ঘটেনা বলে বিশ্বাস করে থাকেন বিশ্বাসীরা।

এবারের কমনওয়েলথ গেমসে মোট দুটি যৌন নিপীড়নের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। অন্য ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৪ মার্চ, ঘটিয়েছেন একজন ভারতীয়। ৩৫ বছর বয়স্ক দেওয়ান আসগর নবী। জানা গেছে তিনি হুগলির বাসিন্দা, বাংলায় কথা বলেন। ১৬ বছর বয়সী একজন বালিকা যখন গেম ভিলেজে দেওয়ান আসগর নবীর রুম পরিষ্কার করতে গেছে - আসগর নবী তার ওপর যৌন নির্যাতন করেন। এটাও নিশ্চয় মহান মজালময় সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় ঘটেছে!! সৃষ্টিকর্তার প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে এলাম - কারণ এই দুই নিপীড়নকারীই সৃষ্টিকর্তায় পরম বিশ্বাসী।

৪. পুরনো প্রসঙ্গ

কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে মেডিক্যাল ফিজিক্সের ছাত্র এজাজের সাথে প্রথম পরিচয়েই ছোটখাট একটা সাংস্কৃতিক সংঘাত ঘটে গেলো। এজাজ সৌদি আরবের মদিনা থেকে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ায়। আমি বাংলাদেশের মানুষ শুনেই প্রশ্ন করলেন - আমি মুসলমান কিনা। “না” - শুনে জিজ্ঞেস করলেন, কেন নই? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁকে দেয়ার চেষ্টা করা মানে সময় নষ্ট করা। আমার কোন ঈশ্বর নেই - শুনে তিনি কিছুটা রেগে গেলেন। এরকম ঘটনা আমার জন্য নতুন নয়, কিন্তু এজাজের জন্য নতুন। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না বাংলাদেশে কোন ঈশ্বরহীন মানুষ থাকতে পারে। তিনি লেকচার

শুরু করলেন। এরকম লেকচার আমি অনেকবার শুনেছি। তিনি বাঙালি হলে অবশ্য এ লেকচার আমাকে দিতেন না, কারণ আমার নাম শুনলে বাঙালিরা বুঝে নেন যে আমি হিন্দু পরিবার থেকে এসেছি। সে ক্ষেত্রে ইসলামে নাস্তিকতার শাস্তি কী - তা আমাকে শুনতে হয়না। কিন্তু এজাজ আমার নাম শুনে বুঝতে পারেননি যে আমি হিন্দু পরিবারে জন্মেছি। এজাজের সাথে আমার দৈনিক দেখা হয়, কিন্তু ধর্ম প্রসঙ্গে আমি কোন আলোচনা তার সাথে করিনা, কারণ আমি জানি তাঁর চিন্তাভাবনার কোন পরিবর্তন আমি করতে পারবো না। এজাজের একটি পামটপ কম্পিউটার আছে, এবং দুপুরে বিকেলে ক্লাসের মধ্যেই সেখান থেকে বেজে ওঠে আজানের শব্দ। ক্লাসের লেকচারে ছেদ পড়ে, অন্য ছাত্রছাত্রীর চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ পড়ে, কিন্তু কেউ কিছু বলে না। আমার শুধু একবার দেখতে ইচ্ছে করে - সৌদি আরবে ক্লাস চলাকালীন কেউ যদি হিন্দুদের গীতাপাঠ বাজায় - বা খুস্টানদের বাইবেলপাঠ - এজাজ তখন কী করেন।

এজাজের কথা মনে পড়লো মুক্তমনার কিছু পুরনো লেখা পড়তে গিয়ে। এজাজের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে আমার কোন এলার্জি নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস নিয়ে এজাজের এলার্জি আছে। সেরকম আব্দুর রহমান আবিদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে মুক্তমনাদের কোন এলার্জি নেই, কিন্তু মুক্তমনার বিশ্বাস নিয়ে আব্দুর রহমান আবিদেরা চিন্তিত। তাই তাঁরা “মুক্তমনা নয়, সাধারণ মানুষের স্বন্ধানে” জাতীয় প্রবন্ধ লিখে ফেলেন। এজাজ বা আবিদের কোন দোষ নেই, তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ভিন্নধর্মীদের তাঁদের নিজেদের ধর্মের দিকে টেনে নিয়ে আসাটা জরুরি। আবার তাঁদের বিশ্বাস ছেড়ে অন্য বিশ্বাসের দিকে কেউ ঝুঁকলে তাকে বধ করাও সমান জরুরি। অনেকটা রাজনৈতিক নেতাদের মত-অন্যদল থেকে নিজের দলে এলে তারা সত্যিকার দেশপ্রেমিক, আর নিজের দল ছেড়ে কেউ অন্যদলে গেলে তারা বিশ্বাসঘাতক। আব্দুর রহমান আবিদের প্রবন্ধের উত্তরে তুষার ইমরান, কুদ্দুস খান, অভিজিৎ রায় আর বন্যার লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকের যুক্তি ঝকঝকে পরিষ্কার। কিন্তু আবিদ বা এজাজরা যুক্তি মানেন না, কারণ তাঁদের বিশ্বাসের একটা পর্যায়ে যুক্তির কোন স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে ফতেমোল্লার “আবিদ ও তুষার” লেখাটি মনে হয়েছে ‘ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি’ টাইপের।

৫. মুক্তমনার ব্যর্থতা

রিচার্ড ফাইনফ্যান আমার প্রিয় মানুষ। পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবেও, মানুষ হিসেবেও। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি আমার খুব পছন্দ। একটা বৈজ্ঞানিক থিওরি ঠিক নাকি ভুল - তা তিনি পুরো থিওরি না দেখেই বলে দিতে পারেন। কীভাবে? তিনি বলেন, “খুব সোজা। যদি দেখো কেউ গরুকে গাছে তুলতে চেষ্টা করছে - তখন গল্পের পুরোটা শোনার দরকার আছে তোমার?” আমি নিজেও মনে করি যারা যুক্তির দরজা বন্ধ করে কেবল বাক্যের জালে আটকে আছেন - তাঁদের নিয়ে বেশি মাতামাতি করার চেয়েও জরুরি হলো যুক্তিবোধ তৈরি করার জন্য কাজ করে যাওয়া। আর তা সম্ভব যদি আমরা মুক্তমনের শিশু তৈরি করতে পারি। সে ক্ষেত্রে আমরা যারা মুক্তমনা বলে দাবী করি - আমাদের দেখা উচিত আসলে আমরা কতটুকু মুক্তমনা, নিজের কাছের বলয়ে আমাদের প্রভাব কতটুকু। হুমায়ূন আজাদের মুক্তমন নিয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি নিজের সন্তানদের মুক্তমনা করে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়েছে, তাঁর পারলৌকিক শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। অথচ তিনি বলে গিয়েছিলেন তাঁর মৃতদেহ যেন মেডিকেল কলেজে দান করে দেয়া হয়, আর পরলোকে তাঁর বিশ্বাস ছিলো না। তাহলে কেন এরকম হলো?

ধন্যবাদ।

৩০ মার্চ, ২০০৬

প্রদীপ দেব
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া।